দৈনিক জনকণ্ঠ

দৈনিক জনকণ্ঠ

6

তারিখ NOV. 1 1999

পৃঃ ১ কলাম ১৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা গচ্চার কাহিনী

মামুন-অর-রশিদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ দু'দশক পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজের জন্য এক কোটি ৪০ লাখ টাকা গচ্চা দিয়েছে। ১৯৭৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়াম নির্মাণে দু'কোটি ২০ লাখ টাকার টেন্ডারের কাজ অসমাপ্ত থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এই মোটা অঙ্কের টাকা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা দিয়েছে। আরবিট্রেশন মামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষের আরবিট্রেটরের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গোপন আঁতাত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তাদের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অবস্থান নেয়ার কারণে এই গচ্চা দিতে

(১১ পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখতে কর্তৃপক্ষ পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী এই প্রসঙ্গে জনকণ্ঠকে বলেছেন, যে আরবিট্রেশন মানা হয়েছিল তাতে বিশ্ববিদ্যালয় পক্ষের আরবিট্রেটর ঠিকমত দায়িত্ব পালন না করার কারণে এই টাকা দিতে হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই ঘটনায় আমি মর্মাহত ও দুঃখিত যে গরিব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এত টিকা দিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি কম চেষ্টা করিনি কিন্তু কোর্টের আদেশ তো আমাকে মানতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুহম্মদ সেলিম জানিয়েছেন, পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখার জন্য পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। এ্যাডভোকেট মেজবাহউদ্দিন এই কমিটির আহ্বায়ক। জরিমানা দেয়ার ঘটনাকে তিনি 'দুঃখ জনক' বলে মন্তব্য করেন।

১৯৭৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়াম ও সুইমিংপুলের টেন্ডার দিয়ে 'এ্যাসোসিয়েটস এন্ড ডিলারস" কোম্পানি কাজ পায়। এই কাজের জন্য মোট বরাদ্দকৃত ব্যয় নির্ধারিত ছিল দু'কোটি ২০ লাখ টাকা। যেখানে জিমনেশিয়াম তৈরি করা হয়েছে সেখানে একটি পুকুর ছিল। এটি ভরাটের জন্য টেন্ডারের টাকা থেকে ২৯ লাখ টাকা ব্যয়ের ভাউচার দেয়া হয়। পক্ষান্তরে সুইমিংপুলের মাটি বিক্রি করা হয় মাত্র তিন লাখ টাকা। কাজের শুরুতেই এভাবে অর্থ আত্মসাত কার্যক্রম চলতে থাকে। মোট টেন্ডারের টাকা থেকে পুকুর ভরাটের পর এক কোটি ৯১ লাখ টাকা জিমনেশিয়াম নির্মাণের জন্য থাকে। ১৯৭৮ সালে প্রায় ৩৩ লাখ টাকার কাজ করার পর চাঁদাবাজদের হামলায় কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কাজ দু'বছর বন্ধ থাকার পর কর্তৃপক্ষ নতুন করে কাজ শুরুর উদ্যোগ নেয়। ১৯৮০ সালে তৎকালীন উপাচার্য বুয়েটের সিভিল বিভাগের দু'জন শিক্ষক নিয়ে পাঁচ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। বিশেষজ্ঞ কমিটি ১৯৮১ সালে বাকি কাজের জন্য নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে বরাদ্দকৃত প্রকৃত টাকার শতকরা ৪০ ভাগ বাড়ানোর সুপারিশ করে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে কাজ করার আহ্বান জানায়। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধিতে কাজ করবে না বলে জানিয়ে দেয়। ১৯৮২ সালে সিন্ডিকেটের এক বৈঠকে পূর্ববর্তী টেন্ডার বাতিল করে রিটেন্ডার আহ্বানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই খবর পেয়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ করতে রাজি হয়, তবে তারা কাজ উঠানোর জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে ৫০ লাখ টাকা অগ্রিম দাবি করে। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ ব্যাংক সিকিউরিটির মাধ্যমে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ২০ লাখ টাকা অগ্রিম দেয়।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ধীরগতিতে কাজ করতে থাকে। কিন্তু ১৯৮৫ সালে সাফ গেমস উপলক্ষে সুইমিংপুল ব্যবহারের জন্য দ্রুত কাজ সারতে বললে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে তড়িঘড়ি করে কাজ শেষ করে। এই বছরের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের দুই কর্মকর্তার মধ্যে এই কাজের কমিশনের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে বিষয়টি দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে অভিযোগ আকারে যায়। দুর্নীতি দমন ব্যুরো এই কাজের সকল ফাইলপত্র নিয়ে তদন্ত শুরু করে। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর তদন্ত চলাকালে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ৭৭ লাখ টাকা পাওনা দাবি করে পরিশোধের জন্য উকিল নোটিশ পাঠায়। বিশেষজ্ঞ কমিটি কাজ বাবদ অগ্রিম ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে দেয় ২০ লাখ টাকা ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের জমা দেয়া সাড়ে চার লাখ টাকা সিকিউরিটিমানির মধ্যে হিসাব নিকাশ করে তিন লাখ টাকা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে দেয়ার সুপারিশ করে। কিন্তু ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এই তিন লাখ টাকা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়।

দুর্নীতি দমন ব্যুরো তদন্ত শেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাছে ৬৬ লাখ টাকা পাওনা দাবি করে মামলা দায়ের করে এবং প্রয়োজনে এফআইআরে আবেদন জানায়। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের কাছে ছয় কোটি টাকা পাওনা দাবি করে মামলা করে দেয়। কোর্ট দু'পক্ষের সমঝোতার জন্য আরবিট্রেশন গঠন করে।